প্রবন্ধ

পবিত্র রমজানের ফজিলত

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী

বিশ্ব মুসলিমের দ্বারে আবার ফিরে এলো রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম হতে পরিত্রাণের বার্তা নিয়ে রজমানুল মোবারক। আরবী মাস সমূহের নবম এই রমজানুল মোবারকে রয়েছে অশেষ ফজিলত, বরকত গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। যা অসংখ্য ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। এ মাসকেই বলা হয় শাহরুল্লাহ্ বা আল্লাহর মাস। পবিত্র ক্বোরআনের সুরা বাক্বারার ১৮ নম্বর আয়াতে মহান প্রতিপালক ঘোষণা করেন-

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه-

অর্থাৎ রমজান মাসই হল সে মাস যাতে ক্বোরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হিদায়ত ও সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে সে যেন এ মাসের রোজা পালন করে।

প্রকাশ থাকে যে, রমজান শব্দটি রমজুন শব্দ হতে উৎকলিত আর 'রমজ' বলা হয় এমন বৃষ্টিকে যা হেমন্ত কালে বর্ষিত হয়। যার ফলে জমি ফিরে পায় তার সজীবতা গাছপালা হয়ে উঠে তরুতাজা। ঠিক তেমনিভাবে মুসলিম নর-নারী এ মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে লাভ করে ঈমানী চেতনা, দূরীভূত হয় অন্তরের সকল কালিমা, ইসলামী চেতনায় হয় উজ্জিবীত, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি নিবেদিত আল্লাহর ভয়ে হৃদয় হয় প্রকম্পিত। তাকওয়া বা পরহেজগারী হয় অর্জিত, এ পর্যায়ে আল্ ক্বোরআনের সূরা বাক্বারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যে ভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যাতে তোমাদের পরহেজগারী অর্জিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে করীমা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রোজা পালনের ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সময় থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এটাও জানা গেল যে সিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য হল তাক্ওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা। অর্থাৎ নিজের জৈবিক চাহিদা আয়ত্তে রাখা এবং প্রকৃতির বিপদগামী হতে নিজেকে হিফাজত করা। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাসহ সকল পাপ জন্ম নেয়। এগুলো হতে আত্মরক্ষা তথা আত্মশুদ্ধি ও উন্নততর আদর্শের অনুসারী হওয়ার লক্ষ্যেই রমজানের রোজার বিধান দেয়া হয়েছে। পবিত্র রমজানের ফজিলত, বরকত, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারে দো'আলম নূরে মোজাচ্ছম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার অসংখ্য হাদীস শরীফ বিদ্যমান। নিম্নে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করার প্রয়াস পেলাম।

মহামহীম আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেন-

الصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ اَوْ اُجْزَى بِهِ-

অর্থাৎ রোজা আমারই জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। অথবা "আমি-ই এর প্রতিদান।" তথা আমার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভ করাই হবে এর সত্যিকার প্রতিদান যা রোজা পালনকারী লাভ করবে।

সিয়াম সাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র শা'বান মাসের ২৯ তারিখে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন। তিনি নূরানী জবানে এরশাদ করেন "হে লোক সকল! একটি বরকতময় রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা এ মাসের রোজা পালন ফরয করেছেন। এ মাসের রাতে ইবাদত-বন্দেগী করা খুবই পুণ্যের কাজ। এ মাসে কেউ যদি কোন নফল ইবাদত করে তবে তার সওয়াব হবে অন্য মাসের ফরযের সমতুল্য। এ মাস 'সবর' বা ধৈর্যধারণ করার মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো বেহেশত। এ মাস পরস্পরের মধ্যে সদ্ব্যবহার করার ও সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের। এ মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এবং তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে পরিত্রাণ দেয়া হবে। এতে(ইফতারকারী)

রোজাদারের সওয়াবের কোন কমতি হবে না। সাহাবায়ে কেরামগণ আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেকে রোজাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ রাখে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন শুধুমাত্র একটি খেজুর বা একটু দুধ অথবা পানি দিয়ে ইফতার করানোই যথেষ্ট হবে। মাহে রমজানের প্রথম দশ দিন রহমতের দ্বিতীয় দশ দিন মাগফিরাত বা ক্ষমার, আর তৃতীয় দশ দিন হলো জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভের। যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ খাদেম, চাকর-চাকরানীদের সাথে সদয় ব্যবহার করে কাজকর্ম কম নেয় তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'ইয়াহিউল উলুমে' রোজার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন। যে গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হল।

১. পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের প্রেমে তন্ময় হয়ে সুবহি সাদিক হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার কামাচার ও সকল প্রকারের পাপাচার হতে বিরত থাকা।

২. পানাহার, কামাচার ও যাবতীয় গুনাহ হতে বিরত থাকা।

৩. শুধুমাত্র পানাহার ও কামাচার হতে বিরত থাকা, এটিকে রোজার সর্বনিম্ন স্তর বলেছেন, আর এটি এ জন্য যে, একটি লোক রোজা রাখবে, আর মিথ্যা বলবে নিজেকে ফাঁকি দেবে, মানুষের প্রতি জুলুম নির্যাতন করবে, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে এতে করে রোজার পূর্ণ হক আদায় হয় না। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন-

من لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّوْرِ والعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিহার করতে পারেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করে রোজা রাখা, আল্লাহর কাছে কোন মূল্য নেই। নবীজি আরো এরশাদ করেন- 'অনেক রোজাদার রয়েছে যাদের অনাহারে থাকা ব্যতীত কোন উপকার নেই।' ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রথম যে স্তরের কথা বলেছেন সে ভাবে রোজা পালন করলে আল্লাহ্ তা'আলা অশেষ সওয়াব দেবেন, বান্দার রোজা কবুল করবেন। সুতরাং এই রমজান মাসকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে, নিজের জীবনের পাপরাশি ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। আর এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও যিনি নিজেকে পাপমুক্ত করতে পারেনি তার মত দুর্ভাগা আর নেই। শুধু এই টুকুট বলাতেই শেষ নয়। এমনকি এই দুর্ভাগা ধ্বংসের জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম দোয়া করেন যেমন হযরত কাব ইবনে আজরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে পাক সাহেবে লওলাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে নূরানী কদম রেখে বলেন আমীন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রেখে বললেন আমিন, তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রেখে বললেন আমিন। সাহাবায়ে কেরাম যখন এভাবে আমিন বলার কারণ জানতে চাইলেন তখন তিনি এরশাদ করেন আমি যখন মিম্বরে আরোহন করেছিলাম তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এসে এই দোয়া করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র রমজান মাস পেয়েও তার পাপরাশি ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেনি সে ধ্বংস হোক, আমি তখন তার সাথে একমত হয়ে বললাম আমিন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহন করার সময় তিনি বললেন যে ব্যক্তির নিকট রাসূলে পাকের আলোচনা হয় এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ ঐ ব্যক্তি নবীজির উপর দরূদ পাঠ করে না সে ধ্বংস হোক, আমি বললাম আমিন, তৃতীয় সিঁড়িতে পা মোবারক রাখার সময় হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বললেন যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা একজনকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও তাদের সেবা যত্ন করে বেহেশত যাওয়া সুযোগ লাভ করতে পারলনা সে ধ্বংস হোক, আমি বললাম আমিন। উপরিউক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, রমজানের রোজা হল গুনাহ ক্ষমার মাস, রহমত লাভের মাস, চির শান্তি চির মুক্তি লাভের মাস। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এভাবে এরশাদ করতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি রমজান মাসে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। রমজান মাসে যে দোয়া করে সে বঞ্চিত হয় না, হযরত সাহল ইবনে সা'আদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পবিত্র হাদীসে নবীজি এরশাদ করেন-

فى الجنة ثمانية ابواب منها باب يسمى الرّيان لا يدخله الا لصائمون متفق عليه-

অর্থাৎ বেহেশতে আটটি দরজা রয়েছে, ঐগুলো হতে একটির নাম হল "রায়য়ান" যার মধ্যে শুধু রোজাদার ব্যক্তিগণই প্রবেশ করবেন। [বুখারী-মুসলিম শরীফ]

উল্লিখিত হাদীসে "রায়য়ান" শব্দের অর্থ হল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, যেহেতু রোজাদার ব্যক্তি রমজানের

রোজা পালন করতে গিয়ে ক্ষুধার্থ এবং তৃষ্ণার্থ হতেন, ক্ষুধার চেয়ে পিপাসা-ই বেশি লাগত তাই রোজা পালনকারীদের জন্য এই বেহেশত নির্বাচিত করা হয়েছে। যাতে অফুরন্ত ফল-ফলাদি আর শানিত ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'আদম সন্তানের প্রতিটি সৎ কাজের সওয়াব এমন ভাবে বৃদ্ধি করা হয় যে, একটি নেকীর সওয়াব দশ থেকে সাতশতগুণ হয়ে থাকে কিন্তু রোজা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, রোজাতো আমারই জন্য রাখা হয় এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। এ ব্যাপারে ফিরিশতার কোন মধ্যস্থতা থাকবে না কেননা রোজাদার স্বীয় যাবতীয় কামনা বাসনা এবং খানাপিনা একমাত্র আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ত্যাগ করে থাকে। অর্থাৎ সে আমার নির্দেশ পালনার্থে সওয়াব লাভ করার উদ্দেশ্যে সিয়াম সাধনা করে। রোজাদার ব্যক্তিদের জন্য দুটি খুশির সময়, একটি খুশি ইফতারের সময় অপরটি (সওয়াব পাওয়ার কারণে) স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। স্মরণ রেখো রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভি ও কস্তুরী অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। রোজা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। (যথাযথ রোজা পালনের মাধ্যমে রোজাদার ইহকালে শয়তানের ধোঁকা ও অনিষ্ট এবং পরকালে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা পাবে)। অতএব, তোমাদের কেউ রোজা রাখলে অশ্লীল কথাবার্তা বলবেনা এবং হৈ হুল্লা করবে না। আর যদি কোন (অজ্ঞ মুর্খ) লোক তাকে গালমন্দ করে বা তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে ইচ্ছা করে তাহলে তার উচিত যে সে একথা বলে দেবে ''আমি একজন রোজাদার''। [বুখারী-মুসলিম শরীফ]

মহামহিম স্রষ্টা আমাদেরকে রমজানের আদব রক্ষা করে একনিষ্ঠভাবে মাহে রমজানের রোজা পালন ও ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক দান করুন। আমিন বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরসালিন।